নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং ৭৪৭/২০০৬

মোঃ মোফাজ্জল হোসেন সরদার ওরফে মোফা

---- আসামী-দরখাস্তকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

---- প্রতিবাদীপক্ষ।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

---- আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটনী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

---- রাষ্ট্র-প্রতিবাদীপক্ষ পক্ষে।

শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২৫.০৫.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ দায়রা জজ, খুলনা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং ১০২/২০০৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৩.০৫.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন।

আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত। অপরদিকে, রাষ্ট্র-বিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুর্টি এ্যাটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত ও নথী, পর্যালোচনা করলাম। রাষ্ট্র-বিবাদীপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাবা লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট, কয়রা, খুলনা কর্তৃক জি, আর, মামলা নং-৮৭/১৯৯৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ৩০.০৫.০৪ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

*"**বাদীপক্ষের মামলার বিবরনঃ** গত ০৬.১২.৯৬ ইং রাত অনুমান ১.৩০ ঘটিকার সময় বাদীর সুরমান ফার্মেসীতে সে ও তার ভাই ঘুমাচ্ছিল। হঠাৎ দোকানের মধ্যে লোকজনের হাটা চলার শব্দ শুনে তাদের ঘুম ভেংগে*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		যায়। তখন দোকানের লাইট জ্বালিয়ে আলোতে দেখতে পায় আসামী মোঃ মোফাজ্জল হোসেন সরদার ওরফে মোফা ও আরও ২/৩ জন অজ্ঞাতনামা চোর দোকানের ঔষধ পত্র নিয়ে বের হচ্ছে তখন শোরগোল করলে পার্শ্বের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কিন্তু খোজ করে উক্ত আসামীদের আর পাওয়া যায়নি। পরে অনুসন্ধান করে দেখা যায় দোকানের মধ্যে থাকা ১টি ব্যবহৃত টর্চ লাইট মুল্য ১০০/-, ২টি উলের সুয়েটার মুল্য ৬০০/-, ঔষধমূল্য ৪০,৯২০/-টাকা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সহ সর্বমোট ৪২,২৪০/২৪ টাকার জিনিস আসামীরা চুরি করেছে। আসামীরা বাদীর দোকানের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করে। আসামীরা লোহা কাটার একটি পুরাতন করাত রেখে যায়। পরবর্তীতে দোকানের চুরি যাওয়া জিনিস উদ্ধার করার চেষ্টা ব্যর্থ হলে থানায় মামলা দায়ের করা হয়। ***আসামীপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরনঃ*** *আসামী মোফা এর বিরুদ্ধে ০৯.০৬.৯৭ তারিখে অভিযোগ গঠন করা হইলে সে নিজেকে নির্দোষ দাবী করে। সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ করার সময় সে পলাতক থাকায় কাঃ বিঃ ৩৪০ ধারায় তাকে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি।* *আসামী রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়নি। তার বিরুদ্ধে সম্পূরক চার্জশীট দায়ের করা হলে তা পর্যালোচনার জন্য ০৯.০৩.৯৮ ইং তারিখে আদেশ ছিল কিন্তু পরবর্তীতে তা পর্যালোচনান্তে গৃহীত হওয়ায় আদেশ হয়নি।* *দুজন আসামীই জামিনে পলাতক হওয়ায় তাদের অনুপস্থিতিতে বিচার কার্জ চলে। ফলে স্বাক্ষীদের জেরা করা হয়নি।* ***বিচার্য বিষয়ঃ*** *আসামী মোফা বাদীর ঔষধের দোকান রাত্রিকালে ভেংগে দোকানের ঔষধ পত্র ও অন্যান্য জিনিস পত্র চুরি করেছে কিনা?* *আসামি রুহুল আমিনের নিকট চোরাইমাল পাওয়া গিয়াছে কিনা?* ***সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনাঃ*** *সরকার পক্ষ ৬ জন সাক্ষীকে আদালতে পরীক্ষা করে। নিম্নে তা সংক্ষেপে বর্ণিত হলো।* ***পি, ডব্লিউ-১ঃ*** *১নং স্বাক্ষী বাদী নিজের জবানবন্দিতে জানায় ০৬.১২.৯৬ ইং তারিখে রাত অনুমান ১.৩০ টার সময়ের ঘটনা। সেও তার ছোট ভাই আমিনুল ঔষধের দোকানে ঘুমাচ্ছিল। আসামীদের হাটা হাটির শব্দে তাদের ঘুম ভেংগে যায় আসামীরা ঘরের দরজা খুলে দোকানে ঢুকে তারা অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে দোকানের ঔষধপত্র ও অন্যান্য মালামাল মোট ৪২,২৪০/- জিনিসপত্র নেয়। আসামী মোফাকে বাদী চিনতে পারে। থানায় তদন্তে রুহুলের নাম প্রকাশ পায়। সে বাদীর সোয়েটার গায়ে দিলে বাদীই*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তাকে ধৃত করে পুলিশে দেয়। আসামী অনুপস্থিত থাকায় জেরা হয়নি। ***পি, ডব্লিউ-২ঃ*** *২নং সাক্ষী বাদীর ভাই। তার জবানবন্দি ১নং স্বাক্ষীর অনুরূপ, জেরা হয়নি।* ***পি, ডব্লিউ-৩ঃ*** *৩নং স্বাক্ষীর জবানবন্দি ১নং স্বাক্ষীর অনুরূপ। সে বাদীর পিতা। জেরা হয়নি।* ***পি, ডব্লিউ-৪ঃ*** *৪নং সাক্ষী ইউনুচ আলী তার জবানবন্দীতে জানায় ঘটনার তারিখ ০৬.১২.৯৬ ইং রাত ১.৩০ টা। বাদীর ঔষধের দোকানের পাশেই তার বাড়ী ঘটনার রাতে ডাক চিৎকার শুনে সে ঘটনাস্থলে যায় এবং শুনে আসামী মোফা ও আরও লোক আসামীর হাতে ঔষধ শীতের কাপড় ও টর্চলাইট মোট ৪২,২৪০/- মালামাল চুরি করে। পরে বাদী চুরি যাওয়া সোয়েটার গায়ে আসামী রুহুলকে সনাক্ত করে। জেরা হয়নি।* ***পি, ডব্লিউ-৫ঃ*** *৫নং স্বাক্ষী বাদীর ভাই। সে জানায় ঘটনার সময় সে বাড়ী ছিল না। পরে শুনেছে আসামীরা রাতে দোকানে ঢুকে ৪০/৪২ হাজার টাকার মালামাল নিয়ে যায়। পুলিশ আসামী মোফাজ্জেল ও রুহুল আমিনকে ধৃত করে।* ***পি, ডব্লিউ-৬ঃ*** *৬ নং সাক্ষী আয়ুব আলী জানায় সে বাদী ও আসামীদের চিনে। সে জানায় সুরমান ফার্মেসী হতে ঔষধ চুরি হয় সে শুনেছে। সে ঘটনা দেখে নাই।* ***সিদ্ধান্তের কারণ সহ সিদ্ধান্তঃ*** *৬ নং স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় ১ ও ২ নং স্বাক্ষী চুরির ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে ছিল। তাই তারা ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছে। বাকী ৪ জন স্বাক্ষী চাক্ষুষ স্বাক্ষীদের নিকট ঘটনা শুনেছে।* *যেহেতু ঘটনার ঘটনার সময় ১ ও ২ নং সাক্ষী আসামী মোফাজ্জেলকে চিনিতে পেরেছে এবং সে যেহেতু জামিনে গিয়ে পলাতক রয়েছে তাই আদালত মনে করে সে চুরির ঘটনার সাথে জড়িত। তাই আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, সরকার পক্ষ আসামী মোফাজ্জেল হোসেনের বিরুদ্ধে আনীত দঃ বিঃ ৪৬১/৩৮০ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই সে উক্ত ধারায় শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।* *অপর আসামী রুহুল আমিনকে চোরাই সুয়েটার গায়ে অবস্থায় ধারা হয়। জামিন শুনানীর সময় সে জানায় জামিন শুনানীর সময় সে জানায় সে যার নিকট হতে সুয়েটার ক্রয় করে তার নাম পুলিশকে বলেছে কিন্তু পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেনি উল্টো সে নিজেই গেফতার হয়। তাছাড়া নথি*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

পর্যালোচনায় দেখা যায় তার বিরুদ্ধে সম্পূরক চার্জশীট পর্যালোচনান্তে গৃহীত হয়নি এমনকি তার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন চার্জ গঠন করা হয়নি। তাই আদালত মনে করে বাদী পক্ষ আসামী রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে আনীত দঃ বিঃ ৪৬১/৩৮০/৪১১ ধারায় অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়নি। তাই সে বেকসুর খালাস পাওয়ার যোগ্য।

আদেশ

আসামী রুহুল আমিনকে ফৌঃ কাঃ বিঃ ২৪৫(১) ধারা মতে দঃ বিঃ ৪৬১/৩৮০/৪১১ ধারার অভিযোগ হতে বেকসুর খালাস দেয়া হইল।

আসামী মোফাজ্জেল হোসেন সরদার ওরফে মোফাকে ফৌঃ কাঃ বিঃ ২৪৫(২) ধারা মতে দঃ বিঃ ৪৬১/৩৮০ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ১ বৎসর বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১০০০/- টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করার আদেশ হইল।

স্বা/-অস্পষ্ট
৩০.০৫.০৪
(মোঃ মাহাবুবুর রহমান)
ম্যাজিস্ট্রেট ১ম শ্রেণী, কয়রা, খুলনা।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় দায়রা জজ, খুলনা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং-১০২/২০০৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৩.০৫.০৬ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

আপীলকারী মোঃ ফাজেল হোসেন সরদার ওঃ মোফা কর্তৃক জনাব মোঃ মাহাবুবুর রহমান, কয়রা, ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের জি.আর ৮৭/৯৬ নং মোকদ্দমার ৩০.০৫.০৪ ইং তারিখের রায়ের বিরুদ্ধে অত্র আপীল মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

Heard. This appeal at the instance of the accused-petitioner Mofazzal Hosain Sardar @ Mofa has been directed against the judgment and order of conviction dated 30.5.04 passed by the learned Upazilla Magistrate, Koyra, Khulna in G.R. Case No. 87/96.

The Learned Upazilla Magistrate, Koyra found the accused-appellant Mofazzal Hossain Sardar @ Mofa guilty u/s. 461/380 of the Penal Code and sentenced him to suffer simple imprisonment for one

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		year and also to pay a fine of Tk. 1000/-, in default of payment of fine he is to suffer simple imprisonment for one month more. The case is taken up for admission hearing. *The Learned advocate for the accused-petitioner submits that the accused-petitioner was enlarged on bail by the learned Magistrate, Koyra, during pendence of the case. Accused compromised the case with the informant and it was agreed that the informant will withdraw the case next time. That the informant told the accused that case was withdrawn for which accused did not appear before the trial Court. Thereafter, the trial against the accused appellant was held inabsentia. The accused came to know about this judgment and order of conviction recently and after obtaining certificate copies of the relevant papers he filed this appeal. In this way this appeal has become barred by limitation for 721 days which should be condoned.* *Section 5 of the Limitation Act runs as follows:-* *"Extension of PERIOD IN CERTAIN CASES- Any appeal or application for (a revision or) a review of judgment or for leave to appeal or any other application to which this may be made applicable (by or under any enactment) for the time being in force may be admitted after the period of limitation prescribed thereof, when the appellant or applicant satisfies the Court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period."* *Under Section 5 of the Limitation Act the petitioner is entitled to condonation of delay if he can satisfy the Court that he had sufficient cause. The*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

petitioner must satisfy the Court that he was not negligent. In the instant case, it appears that the accused petitioner was granted bail by the learned Lower Court and he did not appear before the trial Magistrate for the reasons best known to him. This means accused-petitioner was well-aware of the pendency of the case before the Lower Court rather accused-petitioner was absconding for a long time. This situation cannot be treated as sufficient cause. Gross negligence cannot be condoned. Furthermore, a person applying for condonation of delay must explain delay of everyday which have not been done in this particular case.

In the facts and circumstances of the case, this appeal can't be admitted because it is hopelessly barred by limitation and hence it is refused. The impugned judgment and order of conviction of the learned Lower Court is hereby affirmed. Send a copy of this order to the learned Lower Court for information and necessary action.

Dictated and Corrected by me.

Sd. Illegibe
A.K.M. Istiaq Hussain
Sessions Judge, Khulna

Sd. Illegibe
A.K.M. Istiaq Hussain
Sessions Judge, Khulna

স্বীকৃত মতেই অত্র মোকদ্দমার এজাহারকারী ব্যতীত অন্য কোন চাক্ষুস সাক্ষী প্রসিকিউশন পক্ষ উপস্থাপন করতে সক্ষম হন নাই। এজাহারের বর্ণনা অনুযায়ী চুরি যাওয়া জিনিস উদ্ধার নাই। এজাহারকারী আসামীকে আটক করে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে। সার্বিক পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে, এজাহারকারী অত্র দরখাস্তকারীকে হয়রানী করার হীনমানষে অত্র মিথ্যা মোকদ্দমাটি দায়ের করেছে। রাষ্ট্র পক্ষ দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪৬১/৩৮০ ধারার অভিযোগ প্রমাণ করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপীল আদালত সাক্ষ্য পর্যালোচনা ব্যতিরেকে রায় প্রদান করেছেন যা হস্তক্ষেপ যোগ্য। অত্র রুলটি চুড়ান্ত যোগ্য।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি বিনা খরচায় চুড়ান্ত করা হলো। বিজ্ঞ দায়রা জজ, খুলনা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং ১০২/২০০৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৩.০৫.২০০৬ তারিখে তারিখের প্রদত্ত রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হল। আসামী-দরখাস্তকারীকে উক্ত মোকদ্দমার অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং তাকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপি সহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।